ফর্ম নং ঞ (২)

কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৩৫২২

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার

অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও এরেকজন

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী সৈকত ব্যানার্জি
		শ্রী অর্ণব রায়
রাজ্যের জন্য	:	শ্রী জয়ন্ত সামন্ত
		শ্রী মানস কুমার সাধু
উত্তরদাতা ৪ নং জন্য	:	শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্রের
		শ্রী সৌখা বিশ্বাস
শুনানি	:	২০২৩ সালের ২৫শে আগস্ট
রায়	**:**	**২০২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর**

<u>বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী:</u>

১. গ্র্যাচুইটি অর্থপ্রদানের আইন, ১৯৭২ (এখানে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে।

২. আবেদনকারী দাবি করেছেন যে আবেদনকারী একটি প্রাথমিক সমবায় কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যা পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৪খ(১)(ক) এর অর্থের মধ্যে সমবায় ঋণ কাঠামো সত্তা রয়েছে ।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা মে আবেদনকারী দ্বারা ৪ নম্বর উত্তরদাতা নিযুক্ত হন। আবেদনকারীকে প্রায় ৩৩ বছর ৮ মাস এবং ২৭ দিন চাকরি করার পর, ৪ নম্বর উত্তরদাতা প্রধান সহকারী হিসাবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঋণ কর্মকর্তা ৩১৮ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে।

৩. এটি আবেদনকারীর মামলা যে উত্তরদাতা নং ৪ অবসর নেওয়ার সাথে সাথেই, আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৪-কে অবসরকালীন সুবিধাগুলি বিতরণ করেছিলেন, যা অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ৬,০০,০০০/- টাকার পরিমাণের গ্র্যাচুইটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল৷

৪. উত্তরদাতা নং ৪, উক্ত পরিমাণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, পরের দিন, উত্তরদাতা নং ৪ আবেদনকারীর কাছে বকেয়া পরিমাণ বিতরণের জন্য আবেদন করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, স্বল্প অর্থপ্রদানের অভিযোগ।

৫. ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে, আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৪-এর দাবি প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে নির্দেশিকা অনুসারে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়েছিল, পক্ষগুলি পরিচালনাকারী চুক্তিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

৬. ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতা নং ৪ এই মাননীয় আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা ২০১৩ সালের ডবলু.পি. নং .৫৯১৬ (ডবলু) হিসাবে নিবন্ধিত ছিল।

৭. ২ শে এপ্রিল, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই মাননীয় আদালতের একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ উত্তরদাতা নং ৪ কে তার অধিকার এবং বিরোধের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে আবেদনকারীর সমস্ত অর্থপ্রদান গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করে, উভয় উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেয় .৪ এবং আবেদনকারীকে উল্লিখিত আইনের বিধানের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে।

৮. আবেদনকারী অবশ্য উক্ত আদেশটি গ্রহণ করেননি এবং একটি আন্তঃ-আদালতের আপিল দায়ের করেছিলেন, যা ২০১৩ এর এম.এ.টি. ১৩৩০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৯. অন্তর্বর্তী সময়ে, প্রত্যর্থী নং ৪, এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য উক্ত আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন, যাতে তাঁকে ইরেচুইটির জন্য প্রদেয় পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। উক্ত কার্যধারাকে আবেদনকারী দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল। ২১শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সম তারিখের ফর্ম 'আর' নোটিশ দ্বারা প্রত্যর্থী নং ৪-কে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণ করার পরে, আবেদনকারীকে পার্থক্য সুদ সহ উত্তরদাতা নং ৪-এর গ্র্যাচুইটির পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

১০. উল্লিখিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী কর্তৃক আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল দায়েরের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাক-আমানত সংক্রান্ত বিধানগুলি মেনে, উক্ত আইনের অর্থের মধ্যে একটি আপীল দায়ের করা হয়েছিল।

১১. ইতিমধ্যে, 5ই অক্টোবর, 2015 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ, অন্যভাবে, কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করে খুশি হয়ে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে রিমান্ডে পাঠিয়েছিলেন।

১২. উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত বিষয়টি শুনে খুশি হয়েছিল এবং ১১ * মার্চ, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশন খারিজ করে দিতে বলেছে।

১৩. ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতা নং ৪ ২০১৯ সালের এমএটি ৫৩৪ হিসাবে একটি আন্তঃ-আদালতের আপিল দায়ের করেছিলেন। ৩৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ উত্তরদাতা নং ৪-কে উক্ত আইনের অর্থর মধ্যে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে, উক্ত আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৪. উপরোক্ত আদেশ অনুসারে, উত্তরদাতা নং ৪ আবার উক্ত আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্ম 'এন'-এ আবেদন করেছেন। এই ধরনের আবেদন ৩০ জুলাই, ২০১৯-এ দায়ের করা হয়েছিল।

১৫. উপরোক্ত কার্যধারাকে আবেদনকারী আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, যার পরে ৭ * * সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং জোড় তারিখের ফর্ম 'আর'-এর একটি নোটিশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে সুদের সাথে অবৈতনিক গ্র্যাচুইটির জন্য ব্যালেন্সের পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

১৬. ক্ষুব্ধ হয়ে, বাধ্যতামূলক প্রাক-জমা সংক্রান্ত বিধানগুলি মেনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল। আপিল কর্তৃপক্ষ, ৩১ আগস্ট, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, যা বর্তমান রিট আবেদনে অভিযুক্ত করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ করে উক্ত আপিলটি নিষ্পত্তি করতে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং এই আদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে মূল পরিমাণের উপর বকেয়া সুদ বিবেচনা করে আবেদনকারীর কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল, যা একটি নতুন গণনা করে অর্জিত হয়েছে।

১৭. ২১শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই মাননীয়া আদালত উক্ত পিটিশনটি গ্রহণ করার সময় এবং আবেদনকারী কর্তৃক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করা টাকা ৩,৪৮,৬২০-এবং টাকা ২,৯৯,৫২৭-রেকর্ড করার সময়, উত্তরদাতা নং ৪-কে অবশিষ্ট পরিমাণ বর্তমান রিট আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদায় করতে বাধা দেয়।

১৮. উপরোক্ত আবেদনের সমর্থনে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ব্যানার্জির নেতৃত্বে শ্রী রায়, উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধানের উপর নির্ভর করে বলেন যে আবেদনকারী গ্র্যাচুইটি প্রদানের বিষয়ে তার কর্মচারীদের সাথে একটি চুক্তি বা চুক্তি করতে সক্ষম। ৩০শে নভেম্বর, ২০১১, তারিখে, এটি বলা হয় যে উত্তরদাতা নং ৪ কে প্রদান করা হয়েছিল একটি চুক্তির দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

একদিকে আবেদনকারী এবং অন্যদিকে কর্মচারী সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইরেচুইটি। অন্যদিকে কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সচিব হিসাবে উত্তরদাতা নং ৪ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। উত্তরদাতা নং ৪-কে উক্ত চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছিল, যা কেবল উত্তরদাতা নং ৪-এর উপর বাধ্যতামূলক নয়, বরং আবেদনকারীর অন্যান্য কর্মচারীদের উপর বাধ্যতামূলক।

১৯. (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৫১৪-এ বিড় জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন যে, নিয়োগকর্তার কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে প্রকল্প/চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকার রয়েছে।

২০. (২০১৬) ১৪ এস. সি. সি ২৬৭-এ রিপোর্ট করা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বনাম জগদেব সিং-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি রায়ের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন যে আবেদনকারী যে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সেই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্র্যাচুইটি গ্রহণ করেছেন, তাকে উক্ত চুক্তি অস্বীকার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। রায়ের ১১ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছে যে একবার, একজন কর্মকর্তা সংশোধিত বেতনর স্কেল বেছে নেওয়ার সময় একটি অঙ্গীকার প্রদান করেন

তিনি এই ধরনের অঙ্গীকারের দ্বারা আবদ্ধ। এই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা নং ৪, চুক্তিটি গ্রহণ করে এবং গ্র্যাচুইটি প্রদানের আইনের বিধানগুলি বেছে নেওয়ার পরে, উক্ত চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ। এই দিকটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। উক্ত চুক্তির অধীনে উত্তরদাতা নং ৪-কে প্রদেয় সর্বাধিক অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। নং ৪ উত্তরদাতাকে আর কোনও পরিমাণ প্রদেয় নয়।

২১. প্রদত্ত তথ্যে, এই আদালত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ বাতিল করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

২২. অন্যদিকে, উত্তরদাতা নং ৪-এর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মিত্র পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ২০০৬ (এরপরে "২০০৬ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলির মাধ্যমে এই আদালতকে নিয়েছেন এবং জমা দিয়েছেন যে ২০০৬ সালের আইনের ৮৪ নং ধারায় সমবায় সমিতির কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি আইন, ১৯৭২ অর্থ প্রদানের বিধান অনুসারে গ্র্যাচুইটি প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২৩. ২০০৬ সালের উক্ত আইনের ১৯৭ ধারার উল্লেখ করে তিনি জমা দেন, যে আইনটি রাজ্য সরকারকে নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেয়।

২০০৬ সালের আইনের ১৫৭ ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০১১-এর নিয়ম ১০৬ (১৯) (২)-এর উপর নির্ভর করে (এরপরে "উল্লিখিত বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে উক্ত বিধি ১০৬ (১৯) (২) স্পষ্টভাবে বিধান করে যে সমবায় সমিতির কর্মচারীরা গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর বিধান অনুসারে গ্র্যাচুইটি প্রদানের যোগ্য হবেন।

২৪. ৩০শে নভেম্বর, ২০১১ তারিখের উক্ত চুক্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, উক্ত চুক্তিটি শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ (পি)-এর অর্থের মধ্যে কোনও নিষ্পত্তি নয় এবং শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, যেহেতু শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ (ত)-এর বর্ণিত বিধান অনুযায়ী উক্ত চুক্তিটি করা হয়নি।

২৫. উপরোক্ত বাস্তব প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন অথবা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের অধীনে গ্র্যাচুইটি বিতরণের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ৪ নং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম হয়নি, উক্ত আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী।

২৬. বীড জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত রায়কে আলাদা করার সময়, এটি জমা দেওয়া হয় যে সুপ্রিম কোর্ট, উক্ত মামলাটি এমন একটি প্রকল্প বিবেচনা করছিল যার মাধ্যমে কর্মচারীরা

সংশ্লিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্ককে গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, একটি ঊর্ধ্ব সীমা প্রদানের চুক্তি ব্যতীত এই ধরনের কোন স্কিম নেই। পূর্বোক্ত চুক্তিটি ৩০শে নভেম্বর, ২০১১-এ প্রবেশ করা হয়েছিল যখন স্বীকার করে যে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে গ্রাচুইটি প্রদানের ঊর্ধ্বসীমা ইতিমধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে যাতে এটিকে ১০,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা যায়। তিনি বলেছেন যে উপরোক্ত চুক্তিটি উল্লিখিত আইনের বিধানের বিপরীতে এবং ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৩ এবং উল্লিখিত আইনে থাকা বিধানের আলোকে আইনত প্রয়োগযোগ্য নয়। প্রত্যাখ্যান করা আদেশগুলি হস্তক্ষেপের জন্য ডাকে না এবং রিট পিটিশনটি ব্যয় সহ খারিজ হওয়ার যোগ্য।

২৭. উত্তরে শ্রী রায় বলেন যে, যেহেতু আবেদনকারী একটি প্রাথমিক সমবায় ঋণ কাঠামোর সত্তা, তাই উক্ত বিধির ১০৬ নম্বর বিধি আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য নয়। ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের বিধানগুলি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, চুক্তিটি ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের ধারা ২ (ত)-এর অর্থের মধ্যে কোনও নিষ্পত্তির চরিত্রকে গ্রহণ করতে পারে না, তবে এটি অবশ্যই দলগুলির মধ্যে এবং দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২৮. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন। এই ক্ষেত্রে, এটি লক্ষ্য করা যায় যে স্বীকৃত তথ্যগুলি হল যে উত্তরদাতা নং ৪ আবেদনকারী কর্তৃক ৪ মে, ১৯৭৯ তারিখে নিযুক্ত করেছিল। উক্ত উত্তরদাতা

আনুমানিক ৩৩ বছর ৪ মাস এবং ২৭ দিন ধরে আবেদনকারীর সেবা করার পর, ৩১শে জানুয়ারী, ২০১৩-এ প্রধান সহকারী এবং ঋণ অফিসার হিসাবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার অবসর গ্রহণের সাথে সাথেই, আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৪ এর অনুকূলে অবসরকালীন সুবিধাগুলি বিতরণ করেছিলেন, যা , অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি অন্তর্ভুক্ত। উত্তরদাতা নং ৪ উল্লিখিত পরিমাণটি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, পরের দিন উত্তরদাতা নং ৪ পিটিশনারের কাছে বাকি অর্থ বিতরণের জন্য আবেদন করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, স্বল্প অর্থপ্রদানের অভিযোগ করে৷ ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৪-এর দাবি প্রত্যাখ্যান করার সময় স্পষ্ট করেছিলেন যে এই চুক্তিতে প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়েছিল। সংক্ষুব্ধ বোধ করে, একটি রিট আবেদন করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের ৩রা জুলাই, ২০১৯ তারিখে একটি আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতা নং ৪কে উক্ত আইনের অর্থের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

২৯. পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে, উত্তরদাতা নং ৪ ৩০শে জুলাই, ২০১৯ তারিখে উক্ত আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্ম 'এন'-এ আবেদন করেছিলেন। প্রতিযোগিতার বিষয়ে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং ফর্ম 'আর'-এ জোড় তারিখের নোটিশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে সুদ নীয়ে অবৈতনিক গ্র্যাচুইটির জন্য অবশিষ্ট পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

৩০. যদিও উক্ত আইনের অধীনে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল, ৩১শে আগস্ট, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, যা রিট আবেদনে বিতর্কিত, আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত আপিলটি খারিজ করে দিয়েছিল। উক্ত আইনের ৪র্থ (৫) ধারার বিধানগুলির উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে নিয়োগকর্তার যৌক্তিকতার অর্থ প্রদানের জন্য কর্মচারীদের সাথে একটি চুক্তি করার আইনি অধিকার রয়েছে। তবে, উক্ত আইনের ৪র্থ (৫) ধারাটি পর্যালোচনার ফলে অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এটিকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য, উপরোক্ত ধারাটি নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে:

> *"৪, গ্র্যাচুইটি প্রদানঃ-(১) কোনও কর্মচারী ক্রমাগত চাকরি করার পর তার চাকরি শেষ হওয়ার পরে গ্র্যাচুইটি প্রদেয় হবে কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য,-*
>
> *(ক) তাঁর অবসর গ্রহণের সময়, বা*
>
> *(খ) তাঁর অবসর বা পদত্যাগের সময়, অথবা*
>
> *(গ) দুর্ঘটনার কারণে তার মৃত্যু বা অক্ষমতা অথবা রোগ:*
>
> *তবে শর্ত থাকে যে, পাঁচ বছরের অবিচ্ছিন্ন চাকরি শেষ করার প্রয়োজন হবে না, যেখানে কোনও কর্মচারীর চাকরির অবসান মৃত্যু বা অক্ষমতার কারণে হয়:*
>
> *[১][আরও শর্ত থাকে যে, কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বা কোনও মনোনয়ন না করা হলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হবে এবং যেখানে এই ধরনের কোনও মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী মাইনর, এই ধরনের মাইনরের শেয়ার জমা হবে*

নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে যিনি এই ধরনের অপ্রাপ্তবয়স্কদের সুবিধার জন্য নির্ধারিত ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবেন, যতক্ষণ না এই ধরনের অপ্রাপ্তবয়স্করা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে)।

(৫) এই ধারার কোনও কিছুই কোনও পুরস্কার বা চুক্তি বা নিয়োগকর্তার সাথে চুক্তির অধীনে কোনও কর্মচারীর আরও ভাল গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারকে প্রভাবিত করবে না।

৩১. উপরের থেকে যেমন দেখা যাবে, নিয়োগকর্তার কাছে নয়, বরং নিয়োগকর্তার সঙ্গে কোনও রায় বা চুক্তি বা চুক্তির আওতায় কর্মচারীর আরও ভাল গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যাইহোক, ২৮শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখের সমঝোতা স্মারক এবং ৩০শে নভেম্বর, ২০১১ তারিখের পরবর্তী নিষ্পত্তির একটি পর্যালোচনায় কোনও অনিশ্চিত শর্তে গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ সীমা ৬,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে, যখন উপরোক্ত চুক্তিটি করা হয়েছিল, তখন উক্ত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, গ্র্যাচুইটি প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা ছিল ১০,০০,০০০/- টাকা । যদিও মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের ওপর ভরসা রেখে বিড জেলা কেন্দ্রীয় কুপ মামলায় ড. ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুপ্রা), এটি বলা হয়েছে যে স্কিম/চুক্তির শর্তে নিয়োগকর্তার গ্রাচুইটি প্রদানের অধিকার রয়েছে, তবে আমি আবেদনকারীর দেওয়া যুক্তিতে সাবস্ক্রাইব করতে অক্ষম যে অর্থপ্রদান সত্ত্বেও গ্র্যাচুইটি আইন ১০,০০,০০০/- টাকা হতে গ্র্যাচুইটির ঊর্ধ্ব সীমা প্রদান করে,

আবেদনকারী যে কোনও নিষ্পত্তি করতে পারতেন, উক্ত আইনের বিধানগুলিকে অসম্মানিত করতে পারতেন, যাতে তার কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করা যায়। আমার মতে, উপরোক্ত চুক্তিটি উক্ত আইনের ৪ (৫) ধারার পরিপন্থী এবং উক্ত আইনের বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। বিড জেলা সেন্ট্রাল কুপের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়। ব্যাঙ্ক লিমিটেড, (উপরে) আবেদনকারীকে সহায়তা করতে পারে না কারণ উক্ত ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট সংশ্লিষ্ট ছিল, যা শ্রী মিত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন, গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, হাতে থাকা নিষ্পত্তি/চুক্তিতে এমন কোনও প্রকল্প নেই, কেবল গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ সীমা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, উক্ত চুক্তিটি উক্ত আইনটিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আবেদনকারীর দ্বারা প্রচারিত একমাত্র অন্য পয়েন্টটি হল যে যদিও, পূর্বোক্ত চুক্তিটি শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ২(ত) এর অর্থের মধ্যে একটি নিষ্পত্তির চরিত্রে অংশ নিতে পারে না, তবুও উল্লিখিত চুক্তিটি উত্তরদাতা হিসাবে বাধ্যতামূলক নং ৪ উদ্বিগ্ন, যেহেতু, উত্তরদাতা নং ৪ এর স্বাক্ষরকারী।

৩২. তবে, আমি পূর্বোক্ত বিরোধটি গ্রহণ করতে অক্ষম, যতটা উপরোক্ত নিষ্পত্তি/চুক্তিতে শুধুমাত্র গ্রাচুইটি প্রদানের জন্য একটি উচ্চ সীমা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত চুক্তিটি সরাসরি উল্লিখিত আইনের ধারা ৪(৫) এর সাথে সাংঘর্ষিক এবং সাংঘর্ষিক। উল্লিখিত চুক্তিটি কোন ভাল শর্তাবলী প্রদান করে না,

বিপরীতে একই আইনে প্রদত্ত থেকে নিকৃষ্ট পদের বিধান রয়েছে। জগদেব সিং এর মামলা (সুপ্রা), এইভাবে, আবেদনকারীকে সহায়তা করে না। একই তথ্য স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় এবং আবেদনকারীকে সহায়তা করতে পারে না।

৩৩. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে আবেদনকারীকে উপরোক্ত চুক্তি/নিষ্পত্তির উল্লেখ করে উক্ত আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গ্র্যাচুইটি প্রদান অস্বীকার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, যা উক্ত আইনের ধারা ৪ (৫) এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ২০০৬ সালের আইনের বিধানগুলি থেকে স্বাধীনভাবে, উক্ত আইন অনুসারে গ্র্যাচুইটি প্রদেয়।

৩৪. উপরে উল্লিখিত তথ্যে, হস্তক্ষেপের কোনও মামলা করা হয়নি। রিট পিটিশনটি ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বরখাস্ত।

৩৫. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৬. এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্মতির পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly